দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 2-3-JUL-2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম 2

ছুটির নিয়মের ফ্রেমে আটকা পড়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

ঋতু পরিবর্তন আমলে নেয়া হচ্ছে না : দুর্যোগেও ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

মাসুদুজ্জামান রবিন

ছুটির নিয়মের ফ্রেমে আটকে পড়ার কারণে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। খেয়ালী আবহাওয়ার দেশে শিক্ষা বছরের শুরুতেই নির্ধারিত হয় ছুটির সময়সূচী। এই সময়সূচী আবহাওয়ার অনুকূল হোক আর না হোক নির্ধারিত সময়েই ভোগ করতে হয় ছুটি। অথচ প্রাকৃতিক বৈরী আবহাওয়া বা দুর্যোগময় সময়ে ছুটি না থাকায় বাধ্য হয়েই ক্লাস করতে হয় শিক্ষার্থীদের। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ক্লাস করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা হয়ে পড়ছে অসুস্থ। অন্যদিকে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন অভিভাবকরাও। বছরের পর বছর একই নিয়মে ছুটি নির্ধারিত হচ্ছে। অথচ ঋতু পরিবর্তনের বিষয়টিকে খুব বেশী আমলে নেয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের আয়ত্তে সংরক্ষিত ছুটি কম থাকায় যে কোন দুর্যোগময় মুহূর্তের মধ্যেও ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার প্রতিযোগিতাও অসুস্থ করে তুলছে শিশুদের। শিক্ষা অধিদফতরের নির্ধারিত সাধারণ ছুটি আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য না হলেও বাধ্য হয়ে নির্ধারিত সময়েই ছুটি ভোগ করতে হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলেও ছুটির সময়সীমা একটু এদিক সেদিক করতে পারছেন না। যে কারণে প্রচণ্ড গরম বা শীত বা যে কোন বৈরী পরিবেশের মধ্যেই কোমলমতি শিশুদের ক্লাস করতে হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বার্ষিক ছুটি নির্ধারিত হয় শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি অফিস থেকে। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা ও পৃঃ ৪ঃ কঃ ১

ছুটির নিয়মের ফ্রেমে আটকা পড়ে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের জন্য প্রতি বছরেই ৯০ দিন ছুটি নির্ধারণ করা হয়। এসব ছুটির মধ্যে রয়েছে গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দিবসের ছুটি এবং পবিত্র রমজানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ছুটি। সর্বমোট ৭৫ থেকে ৮০ দিন। এছাড়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের জন্য আরো তিনদিন সংরক্ষিত ছুটি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। জরুরী প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ ছুটি প্রদান করতে পারেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ সব ছুটি প্রদানের ক্ষেত্রে স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষের কোন স্বাধীনতা নেই। শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি অফিস থেকে ছুটির জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়। প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক সে সময়ে ছুটি ভোগ করতে হয়। এসব ছুটির মধ্যে বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন পরীক্ষার সময়সূচী থাকায় ছুটির সময়সীমা একটু এদিক সেদিক করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। যে কারণে দেখা যায়, প্রচণ্ড গরম পড়লেও গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় না আসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছুটি দিতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বিদ্যুৎ থাকে না, পানি থাকে না। কিন্তু তারপরও ক্লাস করতে হয় শিক্ষার্থীদের। যে কারণে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অথচ যে সময় গ্রীষ্মকালীন ছুটি দেয়া হল সেসময় খুব বেশী গরম না থাকলেও অপ্রয়োজনে ছুটি ভোগ করতে হয়। শীতকালেও একই রকম অবস্থা। বেশ কয়েকজন অভিভাবক জানান, এ ক্ষেত্রে ছুটির সময়সীমা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত হওয়া উচিত। স্কুল কর্তৃপক্ষ যাতে শিক্ষা অধিদফতর নির্ধারিত ছুটি একটু এদিক সেদিক করতে পারেন সে দিকটায় দৃষ্টি দেয়া দরকার। তবে, এক্ষেত্রে অবশ্যই বার্ষিক সর্বমোট ছুটি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত নয়। গতকাল রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সামনে অপেক্ষারত বেশ কয়েকজন অভিভাবক বলেন, সকাল বেলা বাচ্চা নিয়ে স্কুলে আসতে হয়েছে। দুপুর হয়ে গেলেও বাড়ীতে যেতে পারছি না। রাস্তাঘাট সব পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় বাচ্চারা কিভাবে বাড়ী যাবে এ নিয়েই যত চিন্তা। প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল শাহনারা বেগম দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, ইচ্ছা করলেই আমরা ছুটি দিতে পারি না। আমাদের হাতে সংরক্ষিত ছুটি থাকে মাত্র ৩ দিন। এ ছুটি শেষ হয়ে গেলে জরুরী প্রয়োজনে ছুটি ঘোষণা করতে হলে আমাদের গভর্নিং বডির সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন পড়ে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি বেসরকারী কলেজের শিক্ষক বলেন, প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অতিরিক্ত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির খেসারত দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুণগত মান দেখাতে গিয়ে অতিরিক্ত সিলেবাসের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করার জন্য শিক্ষা অধিদফতরের নির্ধারিত ছুটির চেয়ে অনেক কম ছুটি দেয় এসব প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে কোন খেয়াল রাখে না।